গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা | ২৯ নভেম্বর - ৫ ডিসেম্বর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামো কতটা বেহাল আবার দেখাল ট্যাব দুর্নীতি

সম্প্রতি 'তরুণের স্বপ্ন' নামে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির প্রতি ছাত্রের অ্যাকাউন্টে ১০,০০০ টাকা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দপ্তর। বিগত কয়েক দিনে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই টাকা হয় ভুল অ্যাকাউন্টে অথবা প্রতারকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর খবর প্রকাশিত হতেই নতুন আরও এক দুর্নীতি সামনে এসেছে। এখনও পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে ৭০ লক্ষ টাকারও বেশি হাতিয়ে প্রায় ১২০০ ভুয়ো অ্যাকাউন্টের হদিশ মিলেছে। এই কাণ্ডের জন্য বিভিন্ন সাইবার ক্যাফের মালিক, প্রাথমিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, হ্যাকার সহ প্রায় ৩০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রতারকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। জানা নেই এই দুর্নীতির শেষ প্রান্তে কে বা কারা অপেক্ষা করছে। এও দেখা যাচ্ছে, ধৃতদের মধ্যে একটা বড় অংশ বিভিন্ন জেলায় শাসক তৃণমূলের সাথে যুক্ত। সাম্প্রতিক সময়ে এ রাজ্যে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ অন্য বহু ক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নীতি ঘটছে এবং তার অভিযোগে শাসকদলের একাধিক নেতা-মন্ত্রীকে জেলে পর্যন্ত যেতে হয়েছে, তা তো কারও অজানা নয়। স্বভাবতই ট্যাব দুর্নীতির দায়ভারও নিশ্চয়ই তৃণমূল সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী যখন এই ঘটনার জন্য ঝাড়খণ্ড-বিহারের বিভিন্ন চক্র বা জামতাড়া চক্রকে দায়ী করছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না যে তার দলের কয়েকজন কর্মীর নামও এই জালিয়াতিতে সামনে এসেছে।

প্রশ্ন হল, গত বছর থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের জন্য এবং এই বছর তার সাথে একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের যুক্ত করে কেন সরকার ট্যাব কেনার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সহ

চারের পাতায় দেখুন

আদানি ঘুষকাণ্ড ঃ একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে শাসক দলের যোগসাজশের ফল

পুঁজির ইতিহাস যে চুরি আর প্রতারণার ইতিহাস তা আবার প্রমাণ করলেন ভারতীয় শীর্ষ ধনকুবের গৌতম আদানি। তেমনই জাতীয় বা আঞ্চলিক দলগুলি সবই যে পুঁজির দাস তা-ও এই ঘটনা আবার প্রমাণ করে দিল।

সম্প্রতি আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি (সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন)-এর পক্ষ থেকে গৌতম আদানি, তাঁর ভাইপো এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে ২২০০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারের থেকে অনেক বেশি দামে সৌরবিদ্যুৎ বেচার বরাত আদায়ের অভিযোগ করা হলে ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে এক মার্কিন আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

আদানিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আদানি গ্রিন সংস্থা কেন্দ্রের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সোলার এনার্জি কর্পোরেশনের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ বিক্রির চুক্তি করেছিল। কিন্তু আদানিদের বিদ্যুতের দাম বাজারের থেকে বেশি হওয়ায় কর্পোরেশন রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির মধ্যে এর ক্রেতা পাচ্ছিল না। এই অবস্থায় আদানি নিজেই মাঠে নামেন। আদানি ও তাঁর সংস্থার কর্তারা ব্যক্তিগত ভাবে রাজ্য সরকারের পদাধিকারীদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনতে রাজি করান। এর জন্য তাঁদের প্রায় ২২০০ কোটি টাকার ঘুষ দেন বলে দাবি করা হয়েছে চার্জশিটে। এই চুক্তি থেকে আদানিরা আগামী ২০ বছর ধরে ২০০ কোটি ডলার মুনাফা করার পরিকল্পনা করেছিল। জম্মু-কাশ্মীর, ছত্তীসগঢ়, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ুতে বেশি দামে বিদ্যুৎ বেচার এই বরাত

দুয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের চার্জ কমানোর দাবিতে গ্রাহক বিক্ষোভ

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুল, ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ ও স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার সহস্রাধিক গ্রাহক মেদিনীপুর শহরে জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। ২১ নভেম্বর ● সংবাদ চারের পাতায়

গণহত্যার বিচার, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করো

বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র দাবি

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ৩ মাস অতিবাহিত হয়েছে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ব্যাপারে বিপুল আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু বিপুল আশার বিপরীতে অন্তর্বর্তী সরকারের গত ৩ মাসের কার্যাবলী জনগণের মধ্যে অনেক প্রশ্ন এবং সংশয়ও তৈরি করছে।

গণহত্যার বিচার, শহিদ পরিবারকে সহযোগিতা এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের কাজ এখনও খুবই দুর্বল। খুব সম্ভব এগুলো সরকারের কর্মতালিকার নিচের দিকে অবস্থান করে। এ কারণে একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটে যায় গত ১৩ নভেম্বর পঙ্গু হাসপাতালের সামনে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে সেদিন হাসপাতাল চত্বরেই ঘিরে ধরেছিলেন গণঅভ্যুত্থানের আহতরা। তারা জানতে চান— তাদের চিকিৎসায় কেন অবহেলা করা হচ্ছে, কেন তারা সরকার ঘোষিত সহযোগিতা এখনও পাননি। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা তার গাড়ি ফেলে বলতে গেলে একভাবে পালিয়ে যান সেখান থেকে। এরপর আহতরা পঙ্গু হাসপাতালের সামনের রাস্তা অবরোধ করেন। তাদের সাথে যোগ দেন চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের আহতরা। এদের অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, অনেকে হারানোর পথে। দেশে তাদের আর চিকিৎসা সম্ভব নয়, উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের দেশের বাইরে যাওয়া দরকার, কিন্তু সে রকম কোনও উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেই।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। চাল থেকে সবজি— সব জিনিসেরই দাম বাড়ছে ক্রমাগত। সরকার দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার মতো উপর উপর কিছু পদক্ষেপ নিলেও সিন্ডিকেট বহাল

সাতের পাতায় দেখুন

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে স্কুল বন্ধের বিরোধিতা অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির

২১ নভেম্বর দিল্লিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি স্কুল শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সংগঠনকে আমন্ত্রণ করে। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির তরফে সভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও দিল্লি শাখার সম্পাদিকা সারদা দীক্ষিত। তিনি সভায় নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত নীতি অনুযায়ী সারা দেশে ও রাজ্যে রাজ্যে যে ভাবে স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, কয়েকটি স্কুলকে মিলিয়ে দিচ্ছে (ক্লোজার ও মার্জার) এবং তার মাধ্যমে সরকার পোষিত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার দফা রফা করা হচ্ছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। পিএমশ্রী স্কুলের নামে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি এই কাজ করছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির দিল্লির সম্পাদিকা সারদা দীক্ষিত বিজেপি সরকারের স্কুল বন্ধের নীতির বিরোধিতা করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের হাতে স্মারকলিপি তুলে দিচ্ছেন

আদানি ঘুষকাণ্ড

একের পাতার পর

আদায় করেছে আদানি গোষ্ঠী। অভিযোগ উঠেছে, সম্প্রতি রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার আদানিদের সঙ্গে একই চুক্তি করেছে।

কিন্তু মার্কিন আদালতের এই পদক্ষেপ কেন? কারণ, আদানিরা এই প্রকল্পের জন্য মার্কিন একটি সংস্থার সঙ্গে যৌথ ভাবে আমেরিকার ব্যাঙ্ক ও লগ্নিকারীদের থেকে ৩০০ কোটি ডলার সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে এই ঘুষের কথা গোপন করেন, যা মার্কিন আইনে প্রতারণা। মার্কিন আইন অনুসারে বিদেশি দুর্নীতির সঙ্গে আমেরিকার বাজার, লগ্নিকারীদের নির্দিষ্ট সংযোগ থাকলে, তারা তদন্ত করে শাস্তি দিতে পারে। তাই এই গ্রেফতারি পরোয়ানা।

আদানিদের বিরুদ্ধে এত বড় একটি অভিযোগের পরও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চুপ করে রয়েছেন কেন? কেন তিনি এর প্রতিবাদ করছেন না বা কোনও রকম তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছেন না? তাঁর 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' প্রতিশ্রুতি কি তা হলে শুধুই লোক ঠকানোর জন্য? বিজেপির কোনও কোনও মন্ত্রী তো একে ভারতীয় অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য বিদেশি ষড়যন্ত্র বলে সাফাই গেয়েছেন। এই অভিযোগের পিছনে সত্যিই যদি ভারত-বিরোধী কোনও ষড়যন্ত্র থাকে তা হলেও তো তা দেশের মানুষের সামনে আনা জরুরি। তদন্ত চালিয়ে তাঁরা সেই ষড়যন্ত্রকেই বা ফাঁস করে দিচ্ছেন না কেন? তাঁরা সাফাই গাইছেন যে, ২০২০-২২ সাল নাগাদ যে সময়ে রাজ্যগুলির সঙ্গে আদানিদের সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহের চুক্তি হয়েছিল তখন ছত্তীসগঢ়ে ছিল কংগ্রেস সরকার, তামিলনাড়ুতে কংগ্রেসের শরিক ডিএমকে, অন্ধ্রপ্রদেশে ওয়াইএসআর এবং ওড়িশায় বিজেডি। বিজেপি নেতারা এ কথা প্রকাশ করেননি যে ওয়াইএসআর এবং বিজেডি তখন তাঁদের বন্ধু সরকার হিসাবেই কাজ করছিল। জম্মু-কাশ্মীরেও বকলমে বিজেপিরই সরকার ছিল। তা ছাড়া সে রাজ্যগুলি বিরোধী শাসিত হওয়া সত্ত্বেও সিবিআই, ইডি, সেবি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি, যারা এখন প্রায় তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, এতবড় একটি দুর্নীতির ঘটনায় তাঁরাই বা চুপ করে থাকল কেন? কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এই দুর্নীতির ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী সেজে মিডিয়া কাঁপাচ্ছেন। কিন্তু তিনিও বলতে পারেননি যে তাঁদের শাসিত রাজ্যগুলিতে এই দুর্নীতি ঘটতে পারল কী করে। ডিএমকে, ওয়াইএসআর, বিজেডি নেতারাও মুখে কুলুপ এঁটেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীও এই দুর্নীতি নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। তিনি নাকি অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। অর্থাৎ ধনকুবেরদের সঙ্গে দোস্তির প্রশ্নে এদের কারও কোনও পার্থক্য নেই।

আদানিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এই প্রথম নয়। গত বছরই মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ তাদের রিপোর্টে অভিযোগ করেছিল, কারচুপি করে নিজেদের বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদর বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে আদানি গোষ্ঠী। ২০২২-এ শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় প্রবল গণবিক্ষোভের সময় এ ঘটনা প্রকাশ্যে আসে যে, আদানিদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য একটি শক্তি প্রকল্পের চুক্তি পাশ করানোর জন্য শ্রীলঙ্কা সরকারের উপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং চাপ দিয়েছেন। সম্প্রতি বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদানিদের সঙ্গে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তির শর্ত, দাম প্রভৃতি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। কেনিয়া সরকার জানিয়েছে তারা আদানিদের সঙ্গে দুটি বড় চুক্তি— জোমো কেনিয়াট্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ চুক্তি ও বিদ্যুৎ পরিহণ লাইন তৈরি চুক্তি বাতিল করছে। ইন্দোনেশিয়া থেকে নিম্নমানের কয়লা এনে দেশে তা উচ্চমানের কয়লার দামে বিক্রির অভিযোগে দেশে প্রবল প্রতিবাদ হলেও মোদি সরকার চোখ-কান বন্ধ করে থেকেছে।

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান মুখ হিসাবে যে গৌতম আদানিকে বেছে নিয়েছেন সেই আদানিদের সম্পর্কে দেশে তো বটেই, বিশ্বজুড়েই চুরি এবং দুর্নীতির অজস্র অভিযোগ উঠেছে। অন্য কোনও দেশের আদালত এই প্রথম কোনও ভারতীয় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল। পুঁজিবাদী অর্থনীতির স্বার্থের বিচারেও আদানির দুর্নীতি ভারতীয় ভাবমূর্তিতে বিশ্বজুড়ে কালি মাখিয়ে দিল। বাস্তবে এই হল নরেন্দ্র মোদির 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া'র স্বরূপ, যা এতদিন নানা ভাবে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। সরকারি তথা রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে যে দুর্নীতি দেশের অভ্যন্তরে চাপা দিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল, আমেরিকায় একই খেলা খেলতে গিয়ে এখন তা ধরা পড়ে গেল।

আদানিদের এই দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসায় হিন্ডেনবার্গের আনা শেয়ার দুর্নীতির অভিযোগের সময়ে আদানিদের শেয়ারে যে বিরাট পতন হয়েছিল এ বার তার দ্বিগুণ পরিমাণ পতন হয়েছে। এর ফলে আদানিদের শেয়ারে লগ্নি করেছিলেন যে সব সাধারণ মানুষ তাঁরা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। শুধু তাই নয়, বাজারের থেকে অনেক চড়া দামের আদানিদের সৌর বিদ্যুৎ ঘুষ দিয়ে চালু করায় সাধারণ মানুষকে তা বেশি দামে কিনতে বাধ্য করা হয়েছে। তাতে আদানিদের মুনাফা বিপুল পরিমাণে বাড়লেও সাধারণ মানুষ ব্যাপক ক্ষতির শিকার হয়েছে।

অনেকেই জানেন, গুজরাটের একজন সাধারণ ব্যবসায়ী হিসাবে জীবন শুরু করলেও গৌতম আদানির উত্থান শুরু হয় নরেন্দ্র মোদি সেখানে মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তা উল্কার গতি পায়। এখন গৌতম আদানি ভারতের সর্ববৃহৎ পুঁজির মালিক। তাঁর এই অবিশ্বাস্য উত্থানের পিছনে শুরু থেকেই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী এবং পরে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির সহায়ক ভূমিকা অর্থাৎ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক তথা রাষ্ট্রীয় মদত আদানিদের বিশ্বের প্রথম ২০ জন ধনকুবেরের তালিকায় স্থান করে দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি আদানিদের দেদার ঋণ দিয়েছে এবং সরকার তার বৃহৎ অংশ মকুব করে দিয়েছে। ব্যাঙ্ককর্মী সংগঠনের একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, আদানিদের ১০টি সংস্থার নেওয়া ৬২ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ ১৬ হাজার কোটি টাকায় ফয়সালা করে নেয় ব্যাঙ্কগুলি। এ ছাড়া মোদি শাসনে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি পাইকারি হারে আদানিদের দখলে চলে গিয়েছে। বিদ্যুৎ, বন্দর, খনি, বনভূমি, শক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে বিজেপি সরকারের মদতে আদানিরা একচেটিয়া দখল নিতে থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারি নিয়ম, আইন প্রভৃতিকে বেপরোয়া ভাবে লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু ক্ষমতাসীন মোদি সরকার কোনও অভিযোগকেই গুরুত্ব দেয়নি। সর্বশেষ ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ে পরিবেশ আইনকে দু'পায়ে মাড়িয়ে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে খনির দখল নিয়েছে আদানিরা।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে শাসক দলের এই অনৈতিক এবং বেআইনি লেনদেনের সম্পর্ককে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরাই ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা স্যাঙাৎতন্ত্র নাম দিয়েছে। অর্থাৎ শাসক পার্টি দেখবে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ, বিনিময়ে সেই পুঁজিপতিরা দল চালানোর খরচ, নির্বাচনী খরচ এবং নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার খরচ জোগানোর জন্য শাসক দলের ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলবে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার গ্যারান্টি জোগাবে।

ভারতে রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং রাজনীতি ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসাজশ নতুন নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠতা এবং কংগ্রেসের জন্য তাঁর আর্থিক মদত লালা লাজপৎ রাই সহ অনেকে মেনে নিতে পারেননি। স্বাধীন ভারতেও সেই ধারা অব্যাহত থেকেছে। টাটা-বিড়লার মতো বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখা কংগ্রেস শাসনের অগ্রাধিকারের মধ্যে ছিল। পরবর্তী সময়ে আম্বানিদের উত্থানের পিছনে এই সম্পর্ক নগ্ন রূপ নেয়। এক সময়ে মুকেশ আম্বানি কংগ্রেসকে তার অনেক দোকানের একটি বলে প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছিলেন। বিজেপি শাসনে অগ্রাধিকারের তালিকার শীর্ষস্থানটা আদানিরা দখল করেছে। দেশে-বিদেশে আদানিদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষায় নরেন্দ্র মোদি সরকার যে নগ্ন ভূমিকা পালন করে চলেছে তা নজিরবিহীন।

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে শাসক দলের এই অনৈতিক এবং বেআইনি লেনদেনের সম্পর্ককে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরাই ক্রোনি ক্যাপিটালিজম বা স্যাঙাৎতন্ত্র নাম দিয়েছে। অর্থাৎ শাসক পার্টি দেখবে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ, বিনিময়ে সেই পুঁজিপতিরা দল চালানোর খরচ, নির্বাচনী খরচ এবং নেতাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার খরচ জোগানোর জন্য শাসক দলের ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলবে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার গ্যারান্টি জোগাবে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে এই লেনদেনের সম্পর্কটিকে আইনি তথা বৈধ রূপ দিতে ইলেকটোরাল বন্ড নাম দেয়। এই বন্ডে কারা কত টাকা পেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট তা প্রকাশ করার নির্দেশ দিলে দেখা যায়, শাসক দল হিসাবে বিজেপি পেয়েছে সিংহভাগ টাকা, তারপরেই কংগ্রেস। আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিও পুঁজিপতিদের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। বিনিময়ে এই সব পুঁজিপতিরা সরকারি নেতা-মন্ত্রী-কর্তাব্যক্তিদের থেকে মোটা অঙ্কের বরাত এবং অন্যান্য নানা সুবিধা আদায় করেছে— বহু ক্ষেত্রেই ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও। অর্থাৎ জনস্বার্থকে পুঁজিপতিদের পায়ে বলি দিয়ে এই সব দলগুলি এবং তার নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের আখের গুছিয়েছে।

আদানিদের দুর্নীতির সঙ্গে দেশের সাধারণ জনগণের স্বার্থের বিষয়টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায় আদানিকে গ্রেফতার করে তদন্তের যে দাবি সমাজের সমস্ত স্তর থেকে উঠেছে, তাকে কোনও অজুহাতেই এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। বিদেশি ষড়যন্ত্র কিংবা জাতীয় স্বার্থের কথা বলে যারা এই দুর্নীতিকে সমর্থন করছে, কিংবা যারা এই দুর্নীতি দেখেও না দেখার ভান করছে, তাদের সকলকে চিহ্নিত করে জনসমক্ষে তাদের আসল চরিত্রকে উন্মোচিত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং স্বচ্ছ ভাবে তদন্ত করতে সরকার এবং সরকারি তদন্ত এজেন্সিগুলিকে বাধ্য করতে হবে।

দেশের জনগণকেও আজ এ কথা বুঝতে হবে যে, তাদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি বিজেপি কংগ্রেস তৃণমূল বা অন্য কোনও আঞ্চলিক দলের কার্যক্রমের মধ্যে নেই। বরং এই সব দলগুলির শাসন যত দিন চলবে তত দিন এই ভাবেই জনস্বার্থকে একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণির পায়ে বিসর্জন দেবে এই দলগুলি। তাতে জনগণের জীবনের দুর্দশা আরও বাড়বে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, শিক্ষা-চিকিৎসার খরচবৃদ্ধি ঘটতেই থাকবে। অন্য দিকে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং শাসক নেতারা জনগণের উপর শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়বে। তাই আজ জরুরি হল, জনগণকে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী দলকে চিনতে হবে এবং তাকে শক্তিশালী করতে হবে। এবং সেই শক্তি নিয়ে সমস্ত রকম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এ আই ডি ওয়াই ও-র ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে কৃষ্ণচন্দ্রপুর অফিসে শতাধিক যুবক-যুবতীর উপস্থিতিতে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে বেকারত্বের অবসান' শীর্ষক আলোচনা সভা। ২১ নভেম্বর

ঝাড়খণ্ডে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী খুঁজে পেল না বিজেপি

বিজেপির ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক ও জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতি অপ্রত্যাশিতভাবে সুরাহা এনে দিল প্রাণপুরের বাসিন্দাদের জীবনে! প্রাণপুর ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার এক ছোট্ট গ্রাম। প্রাণপুর এবং সংলগ্ন কুড়িটি ভিন্ন মৌজার আড়াই লক্ষ বাংলাভাষী জনগণের সমস্যাটি প্রশাসনিকভাবে বেশ জটিল। তাঁরা ঝাড়খণ্ডের নথিভুক্ত ভোটার, ঝাড়খণ্ড সরকার তাঁদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড দিয়েছে, কিন্তু তাঁদের জায়গাজমি খাতায়-কলমে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলার কালিয়াচক-২ এবং মানিকচক ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। গঙ্গা নদীর গতিধারা পূর্ব দিকে সরে যাওয়ায় গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে নতুন গড়ে ওঠা চরেই তাঁদের বসবাস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই চরে কোনও রকম কোনও জনবসতির অস্তিত্ব স্বীকার করতে নারাজ। কারণ তাদের মতে সেটি 'নো ম্যানস ল্যান্ড', সেখান থেকে নিয়ম মতো কোনও ট্যাক্স আদায় করা যায় না। প্রায় ৩০০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে ২১টি মৌজার বাসিন্দারা এই প্রশাসনিক দোলাচলের কারণে চরম অসুবিধার সম্মুখীন। ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে তাঁদের পরিচিতি 'অস্থায়ী নিবাসী' (টেম্পোরারি রেসিডেন্ট)। তাঁরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকারি চাকরির আবেদন করতে পারেন না, এমনকি জাতিগত সংরক্ষণের সুবিধাও পান না তাঁরা। কারণ ঝাড়খণ্ড সরকারের নিয়মমতো এই সুবিধাগুলি পেতে হলে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া আবশ্যক। বিদ্যুৎ সংযোগের মতো অতিপ্রয়োজনীয় পরিষেবা পেতেও তাঁদের ২০১৯ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। এখানকার মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছে, গঙ্গা-ভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক অ্যাকশন কমিটি। তাঁরা সেই ২০০০ সাল থেকেই লড়াই চালাচ্ছেন জমিজায়গার সঠিক রেকর্ড করানোর জন্য। ২০১৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এই কমিটিকে নির্দেশ দেয় গঙ্গার ভাঙনের সমস্যার উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিবকে চার সপ্তাহের মধ্যে নতুন করে জমি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জানাতে হবে। আদালত একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দেয় এর ভিত্তিতে আইনসঙ্গত ভাবে ওই জমির বৈধ কাগজপত্র তৈরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

কিন্তু সম্প্রতি এই পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যার সৌজন্যে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির মুসলিম-বিদ্বেষী রাজনীতি। গতবছর লোকসভায় ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা অঞ্চলের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে দাবি করেছিলেন ঝাড়খণ্ডের কিছু কিছু জেলায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের প্রবল উপস্থিতি জেলাগুলির জনবিন্যাসগত চরিত্র দ্রুত বদলে দিচ্ছে অর্থাৎ সেই জেলাগুলিতে হিন্দুদের ছাপিয়ে মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তিনি এই সমস্যার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দ্রুত এনআরসি চালু করার দাবি জানান। ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল সাঁওতাল পরগণার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের জমি জায়গা বাংলাদেশী আনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নিচ্ছে স্থানীয় মহিলাদের বিবাহ সূত্রে। ইস্তাহার প্রকাশের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এক নতুন আইন আনা হবে এই বিষয়ে। যার মাধ্যমে, যে সমস্ত জমি আদিবাসী মহিলাদের কাছ থেকে জোর করে দখল করা হয়েছিল সেগুলি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং আর যাতে এ ভাবে জমি দখল না হয় সে ব্যাপারে নজর রাখা হবে।

গত ১৮ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে রাজমহলে এক মিছিলে বলেন, সাহেবগঞ্জ, রাজমহল এবং আরও বেশ কিছু জায়গা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের অনৈতিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই সব বিজেপি নেতাদের অভিযোগের তীর স্পষ্টতই উপরে উল্লেখিত ২১টি মৌজার বাসিন্দা এই হতভাগ্য বাংলাভাষী মুসলিম জনসমাজের প্রতি। নেতাদের মুখে এই ধরনের অভিযোগ শুনে বিভিন্ন স্তরের অফিসাররা নড়েচড়ে বসেছেন। তাঁরা এই অঞ্চলের গ্রামগুলি সরেজমিন পরিদর্শন করেন বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখতে। পশ্চিম প্রাণপুরে একজন পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল হান্নানের কথা থেকে জানা যায়, দু-তিন মাস আগে স্বয়ং মহকুমাশাসক তাঁর টিম নিয়ে এলাকার সকল বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের নাগরিকত্ব পরীক্ষা করেন।

স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের এক পার্শ্বশিক্ষক এরফান আলি বলেন, 'জীবনে কখনও দেখিনি আমাদের গ্রামকে এত গুরুত্ব দিতে। আমাদের কাছে এই পরিদর্শনগুলি বরং শাপে বর হয়েছে। এর ফলে আমরা আমাদের এই অদ্ভুত 'না ঘরকা না ঘাটকা' পরিস্থিতি প্রশাসনের সামনে ভালভাবে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছি, যাই হোক এই সরেজমিন তদন্তের ফলাফল কী পাওয়া গেল? সত্যিই কি এখানকার জনগণ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী? রিপোর্ট বলছে, সাহেবগঞ্জের দুটি কেস বাদে গোটা সাঁওতাল পরগণার ছ'টি জেলা— গোড্ডা, দেওঘর, দুমকা, জামতারা, সাহেবগঞ্জ এবং পাকুড় জুড়ে আর একজনও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঝাড়খণ্ড সরকার ওই ছয় জেলার ডেপুটি কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টকে এই তথ্য জানিয়েছে। দুই বাংলাদেশী নাগরিককে আবিষ্কারের ঘটনার মধ্যে একটি ঘটেছিল কয়েক বছর আগে, রাজমহল সাব ডিভিশনে। সেখানে স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দারাই সেই বাংলাদেশী নাগরিককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। 'ঝাড়খণ্ড জনঅধিকার মহাসভা' এবং 'লোকতন্ত্র বাঁচাও অভিযান'-এর পক্ষ থেকে

সাতের পাতায় দেখুন

মূর্তির চোখ খুলে কি বিচারের অন্ধত্ব ঘুচবে?

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতিদের গ্রন্থাগারে ন্যায়বিচারের নতুন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূর্তিটির চোখ খোলা, এক হাতে ন্যায়বিচারের দণ্ড, অন্য হাতে সংবিধান। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় তাঁর অবসরের প্রাকমুহূর্তে মূর্তির উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, আদালত ও তার বিচারের নিরপেক্ষতার ধারণাটিকে নতুন করে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই এই নতুন মূর্তির কল্পনা। বলেছেন, 'আইন দৃষ্টিশক্তিহীন নয়, তা সবাইকে সমান ভাবে দেখে।' উল্লেখ্য, আগে মূর্তির চোখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল, এক হাতে ছিল ন্যায়বিচারের দণ্ড, অন্য হাতে তরবারি। এই মূর্তিটির তাৎপর্য ছিল, বাদি-বিবাদি কাউকে না দেখে পক্ষপাতহীন রায় দেবেন বিচারক।

নতুন ন্যায়মূর্তি প্রতিষ্ঠাকে কেউ কেউ বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের অভিনব কীর্তি হিসাবে দেখছেন। ন্যায়মূর্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে ইতিহাস যাই থাকুক, চোখ বাঁধা ও চোখ খোলা মূর্তির মধ্যে তাৎপর্য যারই বেশি হোক, সেই আলোচনায় না গিয়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন ওঠে, আমাদের দেশে আইন কি সত্যিই সকলকে সমানভাবে দেখে?

প্রতীকী মূর্তি সামনে রেখে আদালতে বিচারপতিরা মামলার রায় ঘোষণা করেন, বিচারপ্রার্থীরাও নিরপেক্ষ বিচারের আশা করেন। কিন্তু নিরপেক্ষতার মানে এ ক্ষেত্রে কী? নিরপেক্ষতার মানে হল, আইনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থরক্ষার কথা না ভাবা। কিন্তু আইন তৈরি হয় যে আইনসভায় তা একটি বিশেষ শ্রেণির রাষ্ট্রের অঙ্গ। ফলে আইন সেই ক্ষমতাসীনের পক্ষেই তৈরি হয়। তাই দেখা যায় সকলের জন্য সমান যে আইনের কথা বিচারব্যবস্থায় শোনা যায় সেই আইন 'রাজার হস্তে কাঙালের ধনচুরি'কে মান্যতা দেয়। উন্নয়নের নামে কৃষককে পিটিয়ে জমি থেকে উচ্ছেদ করলেও সেটা 'আইন' মেনেই হয়। ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে মালিকরা ১০-১২ ঘণ্টা খাটালেও তা-ও হয় 'আইন' মেনে।

কিছুদিন আগে অযোধ্যা মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আবেগই এই রায় দিতে বাধ্য করেছে। তা হলে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কথাই আদালত ভাবে, তা হলে যখন বিজেপি সরকার সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী লেবার কোড চালু করল, তার বিরুদ্ধে এই আদালতকে তো একটা কথাও বলতে দেখা গেল না? মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বে জেরবার হয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বর্তমানে যখন দিশেহারা, তখন বিচারপতিদের একটা বাক্যও উচ্চারণ করতে দেখা যায় কি!

ফলে বিচারপতিরা যাই বলুন, আইনকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহারের কথা আসলে কথার কথাই। বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই বলেছিলেন, ভারতের মতো একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কোনও কিছু আইনসঙ্গত হলেই তা ন্যায়সঙ্গত না-ও হতে পারে। আবার যা ন্যায়সঙ্গত, তা আইনসঙ্গত না-ও হতে পারে। দেখা যাচ্ছে, মালিকদের স্বার্থকে লক্ষ রেখে কেন্দ্রীয় সরকার নয়া শ্রমকোডের মধ্য দিয়ে যখন শ্রমিকের অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নিল, তা যদি আইনসঙ্গতও হয়, ন্যায়সঙ্গত কখনও নয়। আবার এর বিরুদ্ধে শ্রমিকদের প্রতিরোধ আন্দোলন আইনসঙ্গত না হলেও তা অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত।

আইনের বইয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ দেখার কথা বড় বড় করে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা কি দেখা হয়? বর্তমান ব্যবস্থায় এই আইনি কাঠামোর সুবিধা ভোগ করে বিত্তশালীরা, বঞ্চনা-প্রতারণার শিকার হয় গরিব জনসাধারণ। এ ছাড়া বিচারব্যবস্থার ভেতর রয়েছে অসংখ্য ফাঁক। দুঁদে আইনজীবীদের হাতে পড়ে সেই সব আইনি ফাঁক গলে সাধারণ মানুষের বদলে প্রভাবশালীদের স্বার্থ রক্ষা হয়। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনি ব্যবস্থাটাই এমন যে, যাদের আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে তারাই শুধুমাত্র বিচারপ্রার্থী হতে পারে। সাধারণ আয়ের বেশিরভাগ মানুষ বিশাল খরচের কথা ভেবে অনেক সময় আইন-আদালত এড়িয়ে চলতে বাধ্য হন। নিম্ন আদালতে সাধারণ মানুষ যদি বা পৌঁছতে পারে, উকিল-ব্যারিস্টারের লক্ষ লক্ষ টাকা ফি জুগিয়ে উচ্চ আদালতে পৌঁছনো আর তাদের হয় না। তাই ন্যায়বিচার তো অনেক দূরের কথা, বিচারব্যবস্থার রুদ্ধদ্বারে মাথা খোঁড়া ছাড়া সাধারণ মানুষের উপায় থাকে না। পাহাড়প্রমাণ টাকার কাছে বিকিয়ে যায় আইনি ব্যবস্থা-বিচার ব্যবস্থা। বাস্তবে আইনের শাসনের অর্থ দাঁড়ায় টাকার শাসন। এর নাগাল পান কতজন?

বহু ক্ষেত্রে শাসক বা ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালীদের পক্ষেই যায় আদালতের রায়। তার জন্য সত্যকে গোপন করে এবং মিথ্যেকে সত্য হিসাবে উপস্থাপনা করে সুবিধামতো তথ্য ও যুক্তি সাজিয়ে বিচারের পথে বাধা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয় অনবরত। বহু সময়েই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং টাকার থলি নিয়ন্ত্রণ করে বিচারপ্রক্রিয়াকে। এর সাথে নানা ভাবে বিচারপ্রক্রিয়াকে দীর্ঘ করা হয়। ফলে সময়ের সাথে সাথে বহু তথ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়, এমনকি কোনও বিচারপ্রার্থীর জীবদ্দশাতেও বিচার সম্পন্ন হয় না। 'জাস্টিস ডিলেইড জাস্টিস ডিনাইড' কথাটার যন্ত্রণাময় উপলব্ধি ঘটে বিচারপ্রার্থীর।

অন্যদিকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিচার ঝুলিয়ে রেখে তাদের কার্যত ছাড় দেওয়া হয়। মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট অনুযায়ী, আদানিদের শেয়ার দরে জালিয়াতি ও সৌর বিদ্যুতে ঘুষ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। অথচ শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সেবি কিংবা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার নানা অজুহাতে গড়িমসি করায় তদন্ত বিশ বাঁও জলে। শাসক-ঘনিষ্ঠ বহুজাতিক আদানি গোষ্ঠী ও শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণ সংস্থার বিরুদ্ধেই দুর্নীতির

সাতের পাতায় দেখুন

● বাঁ দিকে - দক্ষিণ কলকাতার যদুবাবুর বাজার

● নিচে - শিয়ালদহ

মূল্যবৃদ্ধি রদের দাবিতে বিক্ষোভ

যাদবপুরে নাগরিক কনভেনশন

অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে ১৭ নভেম্বর কলকাতার যাদবপুর অঞ্চলে বাঘাযতীন পাবলিক হলে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে এলাকার অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক, ছাত্র যুবক মহিলা মিলিয়ে ১১০ জনের বেশি উপস্থিত ছিলেন। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বক্তাদের কথায় উঠে আসে অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে আন্দোলনকে আরও সুসংহত করতে হবে। তাঁরা আরও বলেন, বর্তমানের অবক্ষয়িত সমাজের পচাগলা সংস্কৃতি এরকম নারকীয় ঘটনার সঙ্গে জড়িত খুনি-ধর্ষক তৈরি করে। একে প্রতিহত করতে বিদ্যাসাগর, নজরুল, প্রীতিলতার দেখানো পথে সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে হবে। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে ৬৫ জনের একটি কমিটি তৈরি হয়।

মেদিনীপুরে জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরে
বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিক্ষোভ

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাসুল ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, জনগণের টাকা লুটের যন্ত্র স্মার্ট প্রিপেইড মিটার বাতিল সহ গ্রাহকদের নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে ২১ নভেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান সহস্রাধিক গ্রাহক। মেদিনীপুর স্টেশন থেকে মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরের সামনে পৌঁছালে গ্রাহকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ক্ষুদিরাম মোড়ে হয় প্রতীকী পথ অবরোধ। স্মার্ট মিটার, ফিক্সড চার্জ ও মিনিমাম চার্জের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন অ্যাবেকার রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস।

সেখান থেকে মিছিল ফকির কুয়াঁস্থিত জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরে যায়। জোনাল ম্যানেজারের গেট বিশাল পুলিশবাহিনী অবরুদ্ধ করে রাখায় গ্রাহকরা প্রবল বিক্ষোভ দেখান। জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরের সামনের রাস্তা এক ঘণ্টারও বেশি অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। চলে বিক্ষোভ সভা।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সভাপতি মধুসূদন মান্নার নেতৃত্বে পূর্ব মেদিনীপুরের সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল, সম্পাদক শংকর মালাকার, পুরুলিয়ার সম্পাদক গৌতম হাতি, বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক স্বপন নাগের এক প্রতিনিধি দল জোনাল ম্যানেজারের দপ্তরে ডেপুটেশন দেন।

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সুব্রত বিশ্বাস। তিনি গ্রাহকদের আহ্বান জানান— স্মার্ট মিটার প্রতিরোধ করতে ট্রান্সফরমার ভিত্তিক প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলুন। বেআইনি অযৌক্তিক বিপুল মিনিমাম চার্জ অনাদায়ে লাইন কাটতে গেলে প্রতিরোধ করে ফেরত পাঠান। তিনি ঘোষণা করেন, অতিরিক্ত লোডের নামে সর্বস্তরের গ্রাহকদের টাকা লুটের আগে কোম্পানির ঘরে গ্রাহকদের জমা রাখা সিকিউরিটি ডিপোজিটের সুদ সহ ফেরত দেওয়ার বিদ্যুৎ আইন মোতাবেক টাকা অ্যাডজাস্ট না করে কোনও বাড়তি বিল পাঠানো যাবে না। তিনি আগামী মার্চ মাসে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের পার্লামেন্ট অভিযানের কথাও ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন অশোক ঘোষ, শালবনি থানা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক তারকনাথ মোদক, দীপক পাত্র প্রমুখ।

ওই দিন রেশনে গম সরবরাহের দাবিতে জেলা খাদ্য পরিদর্শকের কাছেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়, যাতে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সচল থাকতে পারে এবং কর্পোরেটদের পেশাই করা নিম্নমানের আটা খাওয়ানোর ঘৃণ্য প্রক্রিয়া বন্ধ হয়।

ট্যাব দুর্নীতি ঃ শিক্ষা পরিকাঠামো বেহাল

একের পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার যে চূড়ান্ত দুরবস্থা তা কি একটা ট্যাব দিয়ে পুনরুদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? ইতিমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে, ট্যাবের টাকা পাওয়ার পরেই অনেক স্কুলেই বেশ কিছু ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা দেয়নি। এই ছাত্ররা যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে না তা সহজেই অনুমান করা যায়। বোঝা যাচ্ছে, অভাবগ্রস্ত পরিবারে কিছুটা সরকারি খয়রাতি পেতে বহু ছাত্র স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়েছিল, যারা টাকা পাওয়ার পরে স্কুলছুট হয়ে গেল। এই ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মায়েরা জানেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষা তাদের কাছে বিলাসিতা। তাই সমস্ত স্বপ্নকে পদদলিত করে তারা ছেলেমেয়েদের অপরিণত বয়সেই কাজে যুক্ত করে দিতে বাধ্য হয়। বাড়তে থাকে স্কুলছুটের সংখ্যা। ভাবুন তো, এই পরিবারগুলির অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যতিরেকে ট্যাব বা কন্যাশ্রী-যুবশ্রীর মতো কিছু খয়রাতি দিয়ে আদৌ কি শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব? যে ছাত্ররা ট্যাব কেনার টাকা পেয়ে টেস্ট পরীক্ষা দিল না তারা অনেকেই হয়ত টাকা পাওয়ার প্রতিদান হিসেবে হয়ত শাসক দলকে ভোট দেবে, কিন্তু কোনও দিন আর স্কুলমুখী হবে না— সরকার এর সামাজিক অভিঘাত কি বুঝেছে আদৌ? যে ব্যবস্থার কল্যাণে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার স্থায়ী সমাধানে শিক্ষার পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানো, পর্যাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা, শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো সহ অন্যান্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। বরং ক্রমাগত সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়ার আয়োজন চলছে।

দেখা যাচ্ছে ট্যাবের টাকা যেমন ঢুকেছে অনেকদিন আগে পাশ করে যাওয়া কোনও ছাত্রের অ্যাকাউন্টে আবার এই টাকা ঢুকেছে লক্ষ্মীর ভান্ডার বা ১০০ দিনের কাজের জন্য খোলা অ্যাকাউন্টে। বোঝা যায়, একদিকে যেমন ভুল তথ্যের কারণে এই কেলেঙ্কারি ঘটেছে— আবার রাজ্যজুড়ে হ্যাকার বা দুষ্টচক্রের সক্রিয় কার্যকলাপও এই কেলেঙ্কারির পিছনে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে সরকারি টাকা নির্দিষ্ট ছাত্রদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য যেমন দায়িত্ববোধের ঘাটতি রয়েছে সর্বস্তরে, তেমনি যে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো দরকার ছিল তার অভাব রয়েছে বলে প্রায় সব স্কুল জানিয়েছে।

সরকারি স্কুলগুলিতে অশিক্ষক কর্মীর অভাব থাকার ফলে বহু স্কুলেই কম সময়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের নাম সরকারি পোর্টালে তুলতে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা অসম্ভব চাপে পড়েছেন এবং তার জন্য ভুল হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছে বহু স্কুল কর্তৃপক্ষ। আবার অনেক স্কুলেই এই কাজের পরিকাঠামো না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের যেতে হয়েছে বাইরের সাইবার কাফেতে। প্রধান শিক্ষকরা জানিয়েছেন যে, স্কুলগুলিতে প্রায় ১৭টি সরকারি প্রকল্প চলে, অথচ ডাটা এন্ট্রির জন্য স্কুলগুলিতে একজন স্টাফও নেই। স্কুলগুলির এই বিপুল সংখ্যক শূন্যপদে কোনও নতুন নিয়োগ হচ্ছে না। এই ভুলের দায়ভার পুরোপুরি রাজ্যের শিক্ষাদপ্তর তথা রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে।

অন্যদিকে, 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্কুল ও শিক্ষাদপ্তরের স্তরে স্তরে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও ফাঁক থেকে গেছে এবং তা এতই প্রকট যে জালিয়াতরা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও তার সুযোগ নিতে বিলম্ব করেনি। টাকা হাতাতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বা ১০০ দিনের কাজের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়া হয়েছে কমিশন দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে। যোগ্য ছাত্রের জায়গায় ভাড়া নেওয়া অ্যাকাউন্টগুলির নাম্বার ঢুকিয়ে দেওয়ার কাজ করেছে সাইবার কাফেগুলি। ভাড়া নেওয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে টাকা ঢোকার পরে এটিএম-এর মাধ্যমে তা তুলে নেওয়া হয়েছে কমিশনের টাকা বাদ রেখে। ভেবে দেখুন, এই ধরনের একটা জালিয়াত চক্র রাজ্যে সক্রিয় হয়ে উঠল, তারা গরিব মানুষের অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ফাঁদ পাতল, বেশ কিছুদিন যাবৎ তারা সরকারি পোর্টাল ব্যবহার করল— অথচ পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে শুরু করে স্কুল কর্তৃপক্ষ, সরকার, শিক্ষা দপ্তর, প্রশাসন কেউ কিছু জানতে পারল না। আদৌ কি এটা বিশ্বাসযোগ্য? ঝাড়খন্ড-বিহার চক্র বা জামতাড়া চক্রের উপর দায় চাপিয়ে দিলেই কি মুখ্যমন্ত্রী দায়মুক্ত হতে পারবেন? 'তরুণের স্বপ্ন' কী করে 'দুঃস্বপ্নে' পরিণত হয়ে গেল, এর জন্য প্রকৃত দোষী কারা বা স্কুলের লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড কীভাবে বাইরের হ্যাকাররা পেল— তার উত্তর তো সরকারকে দিতে হবে।

এ ধরনের ঘটনা কেন এ রাজ্যে বারবার ঘটছে বা ভারতের অন্য রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে জালিয়াত চক্রকে সক্রিয় হতে কেন বারবার দেখা যাচ্ছে— তার উত্তর আমাদের খুঁজতে হবে একটু গভীরে গিয়ে। বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলগুলি মসনদে টিকে থাকার স্বার্থে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার উদ্দেশ্যে মানুষের বেঁচে থাকার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু টাকা খয়রাতি দিচ্ছে। এই টাকায় যেমন মানুষের দারিদ্রের কোনও লাঘব হচ্ছে না, তেমনি নিজেদের অধিকারবোধ ভুলে গিয়ে মানুষ এই দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করে বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার এই প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামোর উন্নয়নে কোনও পদক্ষেপ করছে না সরকারগুলো। এ ক্ষেত্রে যে ন্যূনতম দায়িত্বজ্ঞান থাকা দরকার তার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এই ফাঁকের সুযোগ নিয়ে জালিয়াতরা অবাধে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বহু ক্ষেত্রেই এরা শাসকদলের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে অথবা শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের হাত এদের মাথার উপরে থাকায় এদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নিতে অপারগ প্রশাসন। মিথোজীবীর মতো এরা শাসকদের সাথে সর্বত্র আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। তাই এই ভোটবাজ দলগুলির স্বরূপ চিনতে পারা এবং এদের অন্যায়-নীতির বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সোচ্চার হওয়া আশু প্রয়োজন।

গুজরাটে র‍্যাগিংয়ে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি

গুজরাটের পাটশে ধারপুর মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিংয়ের ফলে এমবিবিএস-এর প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক বিনায়ক নারলিকর এবং সাধারণ সম্পাদক ভবানীশঙ্কর দাস ১৯ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, অ্যান্টি র‍্যাগিং আইন কাগজে কলমে চালু থাকলেও র‍্যাগিং যে ব্যাপকভাবে চলছে, তা আজ কোনও গোপন বিষয় নয়।

দেশের বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজে যেভাবে বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক চিন্তার পরিমণ্ডলের পরিবর্তে বস্তাপচা ঐতিহ্যবাদী ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা ও প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা হচ্ছে, তার ফলে কর্তৃপক্ষের মদতপুষ্ট থ্রেট কালচার বাড়ছে, র‍্যাগিং বাড়ছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েই এই সত্যকে আড়াল করতে চাইছে।

সংগঠনের দাবি, নিরপেক্ষ তদন্ত করে র‍্যাগিং চক্রের মাথাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

মূল্যবৃদ্ধি রোধ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু, পাট্টা সহ নানা দাবিতে

কৃষক-খেতমজুর বিক্ষোভ

কৃষক ও খেতমজুর জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগই নেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এ আই কে কে এম এস। তারই অঙ্গ

মেদিনীপুর জেলাশাসক দপ্তরে কৃষক বিক্ষোভ

হিসাবে এ রাজ্যের জেলাশাসক দপ্তরগুলিতে ১৮ ডিসেম্বর বিক্ষোভ দেখালেন হাজার হাজার কৃষক-খেতমজুর। দাবিপত্রও জমা দেন তাঁরা। জেলা শহরগুলি মিছিলে মিছিলে মুখরিত হয়ে ওঠে। তাঁদের দাবি— নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে এবং ফসলের এমএসপি আইনসঙ্গত করে সরকারকে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি উৎপাদন খরচের কমপক্ষে দেড় গুণ দামে ফসল কেনার ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষি শ্রমিকের সারা বছরের কাজ ও পর্যাপ্ত মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষ করে জব কার্ডধারী শ্রমিকদের বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কাজ এবং ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে নয়া বিদ্যুৎ বিল বাতিল করতে হবে এবং স্মার্ট মিটার চালু করা চলবে না। ক্ষুব্ধ কৃষকদের আরও দাবি সমস্ত কৃষিঋণ মকুব করতে হবে, যাটোর্ধ্ব কৃষক ও খেতমজুরদের মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে, খরা বন্যা প্রতিরোধে উপযুক্ত কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ফসলের ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত কার্যকরী ফসল বিমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে, আবাস যোজনায় দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে, সারের কালোবাজারি বন্ধ করে স্বল্পমূল্যে সার, কীটনাশক, বীজ সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহ করতে হবে, চাষের কাজে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে।

আধিকারিকরা দাবির ন্যায্যতা স্বীকার করে তাদের পক্ষে যা করা সম্ভব তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এই মৌখিক প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নেই। দিল্লির কৃষক আন্দোলনে দেশের প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পালন করেননি। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস বলেন, কৃষক-খেতমজুরের আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা ছাড়া বিকল্প রাস্তা নেই। ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে সংগ্রামের হাতিয়ার শত শত গ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ঐতিহাসিক কৃষক ও খেতমজুর সমাবেশের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কর্ণাটকে কালবুর্গি জেলাশাসক দপ্তরে পাট্টার দাবিতে কৃষক-বিক্ষোভ। ২৫ নভেম্বর

কৃষিপণ্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালুর দাবিতে ওড়িশার কেন্দুঝড়ে জেলা কৃষি-দফতরে বিক্ষোভ। ১৮ ডিসেম্বর

জলন্ধরে এসইউসিআই (সি)-র বুকস্টল

৭-৯ নভেম্বর পাঞ্জাবের জলন্ধরে 'দেশ ভগৎ ইয়াদগার হলে' স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য পর্ব 'গদর বিপ্লব' স্মরণে ৩৩তম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উপলক্ষে আয়োজিত এসইউসিআই(সি)- র বুকস্টলে বইপত্রের খোঁজে সাধারণ মানুষ।

তামিলনাড়ুতে স্যামসাং কারখানায় শ্রমিক আন্দোলন

১৫ অক্টোবর তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমবুদুরে স্যামসাং ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টকর্মীদের দীর্ঘ এক মাসের কর্মবিরতি বা ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে। তামিলনাড়ু সরকার বলেছে, কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট ও আন্দোলনকারী নেতাদের মধ্যে সফল আলোচনার মধ্য দিয়েই এই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছেই। কারণ, শ্রমিকরা যে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া তুলেছেন, বিশেষ করে বেতন বৃদ্ধি— তা কোম্পানির কাছে মান্যতা পাচ্ছে না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণটি হল স্যামসাং কর্তৃপক্ষ কারখানায় শ্রমিকইউনিয়নের স্বীকৃতি দিচ্ছে না। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার স্বীকৃত। সেটাও কর্তৃপক্ষ মানছে না।

স্যামসাং দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বহুজাতিক কোম্পানি। উত্তরপ্রদেশের নয়ডায় তাদের একটি বড় প্ল্যান্ট রয়েছে। ২০০৭ সালে স্যামসাং তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমবুদুরে আরেকটি প্ল্যান্ট খোলে। সেখানে টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি তৈরি হয়। কর্মীসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। আরও একটি কারখানা খোলার ব্যাপারে তামিলনাড়ু সরকারের সাথে চুক্তি হয়েছে তাদের। ভারতে পুঁজি বিনিয়োগ করে এখানকার সস্তা শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই স্যামসাং কোম্পানির এত মুনাফা এবং পুঁজির বৃদ্ধি ঘটেছে যে আরও এক কারখানা তারা তৈরি করতে যাচ্ছে। এই যে সম্পদ বৃদ্ধি, এর অবদান মূলত শ্রমিকদের। শ্রমিকদের বৌদ্ধিক শক্তি ও শ্রমশক্তি কাজে লাগিয়েই তাদের এই সম্পদ বৃদ্ধি। অথচ সেই শ্রমিকরাই তীব্র বঞ্চনার শিকার।

স্যামসাং একটি বিদেশি কোম্পানি বলেই কি ভারতীয় শ্রমিকদের বেশি শোষণ করছে? নিজ দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিকদেরকে কি সে বেশি সুবিধা দিচ্ছে? বিষয়টি আদৌ তা নয়। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের জাতীয় চরিত্র আর থাকে না বললেই চলে। স্যামসাংয়ের মতো অতিকায় বাণিজ্যিক সংস্থারাই ১৯৬০ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। এরা শ্রমিকদের বেতন হ্রাস এবং কাজের তীব্রতা বৃদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে নিজেদের মুনাফা আকাশছোঁয়া করে তুলছে। স্থায়ী চাকরি তুলে দিয়ে এরা চুক্তিপ্রথা চালু করেছে। চালাচ্ছে ব্যাপক আউটসোর্সিং। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত শোষণের শিকার দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিকরা চাকরির নিশ্চয়তা হারিয়ে অত্যন্ত দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন।

একই পরিস্থিতি ভারতেও। কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত মোদি সরকার যে শ্রমনীতি এনেছে তার মূল কথাও এই। এটাই সব পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদনের নীতি। অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফা করা এবং সেই লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন করা। উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন রাখতেই বেতন-বৃদ্ধির দাবি উপেক্ষা করে মালিকরা। ফলে শ্রমিক শোষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের সব দেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে রয়েছে অদ্ভুত মিল। স্বাভাবিকভাবেই একই শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বের সব দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামের লক্ষ্যে, উদ্দেশ্যেও মিল রয়েছে এবং এই কারণেই বিশ্বের সব দেশের শ্রমিকদের মধ্যে সমস্বার্থবোধ কাজ করে। এই সমস্বার্থবোধই তাদের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলে।

স্যামসাং-এর মতো একচেটিয়া বহুজাতিক কোম্পানিগুলি শ্রমিকদের ঐক্যকে ভয় পায়। ভয় পায় মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের সম্মিলিত ভাবে ফুঁসে ওঠার সম্ভাবনাকে। তাই ইউনিয়নের কোনও স্বীকৃতি দেয় না। শ্রমিকদেরকে কাজের ভারে নুইয়ে রেখে ও অতি শৃঙ্খলার ফাঁদে আটকে তাদের চুপ করিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু ওদের বাঁধন যতই শক্ত হোক পুঁজি ও শ্রমের অনিরসনীয় দ্বন্দ্বে তা একদিন টুটবেই। তার গতিপথে শ্রমিক ধর্মঘটও অনিবার্য বাস্তবতা।

পাঠকের মতামত

গণহত্যার বর্ষপূর্তি, শাসকের উৎসব

পূর্ব সীমান্তে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ তিন বছরে পড়েছে। ও দিকে পশ্চিম এশিয়ার গাজায় গণহত্যার এক বছর পূর্তি হল। ২০২৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস হল বর্ষপূর্তির মাস! হ্যাঁ, গণহত্যার বর্ষপূর্তি! ইউক্রেনে যুদ্ধ ও গণহত্যার নায়ক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিশ্বের ১০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রনায়করা অক্টোবর মাসে কাজান শহরে ব্রিকস সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। আবার এই নভেম্বরেই ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহরে আমেরিকা, চিন, রাশিয়া, ভারতবর্ষ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আফ্রিকান ইউনিয়ন সহ বিশ্বের ২০টির বেশি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা জি-২০ সম্মেলনে মিলিত হলেন। এই দুই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হিসেবে একটি 'স্থায়ী বিশ্ব গড়ে তোলা' প্রায় প্রতি বছরের মতো এ বছরও ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত হয়েছে যুদ্ধ বন্ধ করে একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব গড়ে তোলা এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের রাশ টেনে ধরার কথাও। এ দিকে সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা দেশগুলির নৃশংস হামলায় প্রাণ যাচ্ছে, রক্ত ঝরছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের। নির্বিচারে চলছে শিশুহত্যা।

মনে রাখতে হবে, শাসকদের উৎসব আর সংগ্রামী জনতার উৎসবে আসমান জমিন তফাৎ। শোষিত ও অসচেতন জনতাকে তারা বারে বারেই পুঁজির সর্বগ্রাসী লোভ, দখলদারি ও হত্যালীলার উৎসবে মাতিয়ে দিতে চায়। জনতা ঠকে, বারে বারে ঠকে। তারা আবার রুখে দাঁড়ায়। যেমন করে রুখে দাঁড়িয়েছে শ্রীলঙ্কার জনতা, বাংলাদেশের সংগ্রামী ছাত্র জনতা, এ দেশের জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বে নারী ও নাগরিক সমাজ। যেমন করে আজ ব্রাজিলের আদিবাসী জনতা জলবায়ু দূষণের প্রতিবাদ স্বরূপ রিও ডি জেনেরো শহরের বোটাফোগো নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং, জাপানের প্রেসিডেন্ট শিগেরু ইশিবাও, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় গণহত্যাকারী রাষ্ট্রনায়কদের কাটআউট। যেমন করে, মহান মেডিকেল এথিক্সের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে শহিদ হয়েছেন গাজার হাসপাতালের সহস্রাধিক ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, মেডিকেল ছাত্র ও অ্যাম্বুলেন্স চালকরা। হাসপাতালে বর্বর আক্রমণ চালিয়েছিল ইজরায়েলি সেনা। তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের রোগীদের ছেড়ে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেননি। কেউ শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ বা জেলে।

গত বছর ১১ নভেম্বর ইজরায়েলি বোমায় শহিদ হওয়ার ১০ দিন আগে নেফ্রো-স্পেশালিস্ট ডাঃ হামাম আলোহর সাক্ষাৎকারটি বিশ্বব্যাপী চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ের জীবন্ত দলিল হয়ে থাকবে। সেদিন অবরুদ্ধ আল শিফা হাসপাতাল থেকে ৩৬ বছরের ডাক্তার আলোহ বলেছিলেন, তিনি শুধু নিজের কথা ভাবার জন্য ১৪ বছর ধরে মেডিকেল স্কুল শেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়তে যাননি। তাঁর দেশের জনগণ ও রোগীদের জন্যই তিনি মেডিকেল শিক্ষা নিয়েছেন। তাই সেই রোগীদের ছেড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বিশ্ব-জনতা ও আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশের উদ্দেশ্যে তার শেষ আবেদন ছিল এইরকম— আমরা এই যুদ্ধ, আক্রমণ ও গণহত্যার অবসান চাই। কারণ আমরা পশু নই, আমরা মানুষ। আমাদেরও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আমেরিকার মতো 'সুপার পাওয়ার' দেশের মানুষদের যদি আজ প্যালেস্টিনীয়দের মতো থাকতে হত তা হলে তারা কী করত? দয়া করে মানবাধিকার নিয়ে তোমাদের ভণ্ডামি বন্ধ কর। আমরা প্যালেস্টাইনের ডাক্তাররা-স্বাস্থ্যকর্মীরা পালিয়ে বাঁচতে চাই না।

দীপক গিরি, পশ্চিম মেদিনীপুর

শহিদ বিরসা মুন্ডার সংগ্রামী স্মৃতি আজও অমলিন

১৫ নভেম্বর ছিল পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সহযোগী জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে আদিবাসী সহ ছোটনাগপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার খেটে খাওয়া মানুষের বিদ্রোহ উলগুলানের নেতা শহিদ বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মদিন। অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির উদ্যোগে ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য সহ সারা দেশে এই দিনটি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়।

বিরসা মুন্ডার জীবন সংগ্রাম ও তার অভ্যুত্থানের পটভূমি আলোচনা করতে গিয়ে কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিসম্বর মুন্ডা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ থেকে জঙ্গলমহল, ছোটনাগপুর, সিংভূম, রাজমহল, ভাগলপুর প্রভৃতি এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা আদিবাসী ও শোষিত মানুষের বিদ্রোহের কথা তুলে ধরেন। বিদ্রোহগুলির মধ্যে জঙ্গলমহলের ১৭৬৭ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে গড়ে ওঠা চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৮৩২-৩৩ সালে ভূমি বিদ্রোহ, কোলহানের ১৮৩৬-৩৭ সালের হো বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালের ছোটনাগপুর জুড়ে কোল বিদ্রোহ অন্যতম। অপর দিকে রাজমহল এলাকার ১৭৭১ সালের পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, ভাগলপুর এলাকার ১৭৮৪-৮৫ সালের তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সান্তাল জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ, ১৮৫৫- ৫৬ সালের দামিন-ই-কোহ (বর্তমানে সাঁওতাল পরগণা) এলাকার সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিদো-কানহুর নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল, অন্যান্য আদিবাসী ও গরিব শোষিত মানুষের মহাবিদ্রোহ 'হুল' সংঘটিত হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে সর্দারি আন্দোলন বা মুলকুই লড়াই এবং খারোয়ার বিদ্রোহ যথাক্রমে ছোটনাগপুর এবং সান্তাল পরগণা এলাকাতে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। সর্দারি লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিরসা মুন্ডার জীবনে পড়েছিল, বিরসা মুন্ডার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। এই লড়াইয়ে প্রভাবিত হয়ে বিরসা মুন্ডা জমিদার, মহাজন, ঠিকাদার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে তাঁরই নেতৃত্বে ১৯০০ সালে ছোটনাগপুর এলাকায় ব্রিটিশবিরোধী আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলান' সংঘটিত হয়েছিল। লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতিতে আদিবাসী ও গরিব মানুষের জমির অধিকার নিশ্চিত করতে ইংরেজ সরকার ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট

১৯০৮ সালে চালু করে। তিনি বিরসা মুন্ডার জীবনের নানা দিক তুলে ধরে বলেন, শোষিত মানুষের জীবনের সাথে বিরসা মুন্ডা এমনভাবে জড়িয়েছিলেন, এই সমস্ত এলাকায় কুসংস্কারের প্রভাব থেকে শোষিত মানুষকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতি গভীর আস্থা তৈরি হয়েছিল। এই গভীর আস্থা থেকেই বিরসাকে এলাকার মানুষ তাদের ত্রাতা হিসাবে স্থান দিয়েছিল। তাই তারা বলত 'ধারতি আবা' বা 'বিশ্ব পিতা'।

তিনি বলেন, বর্তমানে জঙ্গলমহলের মানুষের উপর নানা আক্রমণ নামিয়ে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। বন সংরক্ষণ আইন ২০২২ এবং বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন ২০২৩ কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বর্তমানে অরণ্যের অধিকার আইন ২০০৬-কে অকার্যকর করার যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি করে চলেছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নির্বিচারে জঙ্গল ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার প্রতিবাদে সচেতনতা গড়ে তোলা, গরিব শোষিত মানুষের দৈনন্দিন অভাব অনটনের বিরুদ্ধে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যেই রয়েছে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন পালনের সার্থকতা।

পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে
মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন

কাজ না পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে যান জীবিকার প্রয়োজনে। সেখানে তাঁদের বহু ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সেগুলি সমাধানের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে 'অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

সুরক্ষিত অবস্থায় কাজ, উপযুক্ত মজুরি, কাজের নিরাপত্তা, কাজের নিশ্চয়তা, শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া, পরিচয়পত্র প্রদান, অবসরকালীন পেনশন-ভাতা-সামাজিক সুরক্ষা, ট্রেনে যাতায়াতে পুলিশি হয়রানি বন্ধ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হওয়া শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ ইত্যাদি দাবিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছে এই সংগঠন। ১৯ নভেম্বর নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে চলে সংগঠনটির সদস্য সংগ্রহ অভিযান। উপস্থিত ছিলেন অঞ্জন মুখার্জী, সুজয় লোধ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। দেশের যে কোনও প্রান্তে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে কোনও সমস্যায় তাদের পাশে দাঁড়াতে সংগঠন বদ্ধপরিকর বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

জাতীয় সড়কে বিক্রিতে বাধ্য হয়ে দুর্ঘটনায় ফুলচাষিরা, বাজারের দাবি

২৪ নভেম্বর ভোরে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের খুকুড়দহে রাস্তার ধারে ফুল বিক্রির সময় একটি ডাম্পারের ধাক্কায় ১১ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এখনও সরকারি উদ্যোগে কোনও ফুলবাজার না থাকায় ফুলচাষিরা বাধ্য হয়ে রাজ্য সড়ক ও জাতীয় সড়কের ধারে ফুল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। ফুলচাষ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির মধ্যে বৃহত্তম পার্শ্ববর্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পাঁশকুড়া ছাড়া অন্য কোথাও ফুলবাজার না থাকায় ওই একইভাবে ফুল বিক্রি করতে বাধ্য হন। চাষিরা সমিতি অবিলম্বে রাস্তার ধারে সরকারি উদ্যোগে ফুলবাজার নির্মাণ করার দাবি জানায়। দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা খরচ সহ এককালীন আর্থিক সাহায্য দেওয়ারও দাবি জানানো হয়।

সেভ এডুকেশন কমিটির অভিযোগ

একের পাতার পর

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি পরিচালিত সরকার সিএম স্কুলের নামে ইতিমধ্যে ৩৫,০০০ স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। ২০১৭-২২ সালের মধ্যে সারা দেশে ৭২০০০-র বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ হয়েছে, অন্য দিকে ১৩৫০০-র মতো বেসরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার বেসরকারিকরণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার অধিকার আইনের বলে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার তিনি সমালোচনা করেন। তিনি যখন বক্তব্য রাখেন তখন সংসদীয় কমিটির বিজেপি সাংসদরা বাধা দিচ্ছিলেন।

কমিটির চেয়ারম্যান রাজ্যসভার সাংসদ দিগ্বিজয় সিংহের হাতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ কান্তি নস্করের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে বিজ্ঞানবিরোধী শিক্ষার প্রচলন, ইতিহাসের বিকৃতি প্রভৃতির সমালোচনা করা হয় এবং নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়।

গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করার দাবি বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র

একের পাতার পর

তবিয়তেই আছে। একচেটিয়া বড় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সরকার কোনও পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

এ কথা দ্রব্যমূল্যের সিন্ডিকেটে যুক্ত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, পোশাক শিল্পের (গার্মেন্টস) মালিকদের ক্ষেত্রেও তেমনই সত্য। হাসিনা সরকার পতনের পর দেখা যাচ্ছে, অনেক গার্মেন্টস মালিকরা শ্রমিকদের মাসের পর মাস বেতন দিচ্ছে না। অবাধে ছাঁটাই চলছে। কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। অভুক্ত শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে বকেয়া বেতনের দাবিতে রাস্তায় নামছে। সেই বিক্ষোভে যৌথবাহিনী গুলি চালিয়ে ইতিমধ্যে দু'জন গার্মেন্টস শ্রমিককে হত্যা করেছে। অব্যাহত শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের যৌথ বৈঠকে ১৮ দফা চুক্তি হয়। সেই চুক্তির দেড় মাস পরও ১৮ দফার প্রায় কিছুই বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

ফলে গাজিপুর ও আশুলিয়ায় প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও গার্মেন্টেসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছে। শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণে অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ না নিয়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের দোসর খোঁজার প্রবণতাই বেশি। কোন ক্ষেত্রে এমন ঘটনা হয়ত ঘটতেও পারে। সেক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে সমস্ত আন্দোলনেই ষড়যন্ত্র খোঁজা-পূর্বের ফ্যাসিস্টসরকারের বয়ানকেই মনে করিয়ে দেয়। অথচ এই ক'দিন আগেই এই শ্রমিকরাই ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছে। তার পতনের জন্য রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। তাদের রক্ত ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে আবার তাদেরই রক্ত করছে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গঠিত সরকারের হাতে।

গণঅভ্যুত্থানে পরাজিত শক্তি আওয়ামি লিগ ফিরে আসার চেষ্টা করছে। প্রায় দেড় হাজার মানুষকে হত্যার পরও আওয়ামি লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনও অনুশোচনা দেখা যায়নি। তাদের বেশিরভাগ নেতারা এর জন্য অনুতপ্তও নন। বিভিন্ন মাধ্যমে যতটুকু বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে তারা দেশের অভ্যন্তরে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু জনমনে আওয়ামি লিগের প্রতি যে ঘৃণা সঞ্চিত আছে, এখনও ক্ষোভের বারুদ সঞ্চিত আছে তাতে ফিরে আসারচেষ্টা করলে জনগণই আবার তাদের প্রতিহত করবে। দল হিসেবে গণহত্যাকারী আওয়ামী লীগকে ক্ষমা চাইতে হবে। হত্যা, গণহত্যা ও দুর্নীতিতে জড়িতনেতাদের বিচার হতে হবে। এরপর জনগণ ঠিক করবে তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে।

ফলে গণঅভ্যুত্থানকে রক্ষার গ্যারান্টি এই জনগণ। সরকারের মধ্যে যারা আন্দোলনের স্পিরিটকে ধারণ করেন, তারা কোনও সংকটে পড়লে তা দেশের জনগণের সামনে অকপটে উন্মোচন করা দরকার। জনগণকে জড়িত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় যাওয়া দরকার। জনগণের শক্তি সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন না করে রাষ্ট্রশক্তি, আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোনও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে চাইলে অভ্যুত্থানকারী জনগণের সাথেই তাদের দূরত্ব সৃষ্টি হবে। ইতিমধ্যে যার কিছু কিছু চিত্র দেখা যাচ্ছে।

অভ্যুত্থানের ৩ মাস পরে অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করেছে সাংবিধানিক সংকটের কথা বলে। হঠাৎ কী সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হল তা সরকার স্পষ্ট করছে না। এতে তাদের কর্মকাণ্ড ঘিরে জনমনে ধোয়াশা তৈরি হচ্ছে।

প্রথমত, এই অন্তর্বর্তী সরকারের বৈধতার ভিত্তি কেবল সংবিধান দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। এর সবচেয়ে বড় ভিত্তি জনগণের নৈতিক সমর্থন, যা গণঅভ্যুত্থান থেকে উৎসারিত।

দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে, যা এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে করা হবে। সরকার কী করতে চায়, যা ক্ষমতার অভাবে করতে পারছে না, তাও স্পষ্ট করা উচিত।

তৃতীয়ত, এই অধ্যাদেশ করে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, উপদেষ্টাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। এর মধ্য দিয়ে উপদেষ্টাদের একরকম দায়মুক্তি দেওয়া হল, যা তাদের জবাবদিহিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।

এই অধ্যাদেশ জারি, সম্প্রতি তিন উপদেষ্টার নিয়োগ, অন্তর্বর্তী সরকারের এ ধরনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষণীয়। দেশের জনগণ ও অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তিকে সাথে নিয়ে মতৈক্যের মধ্য দিয়ে পরিচালিত না হওয়ায় অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী জনগণ ও রাজনৈতিক বিভিন্ন শক্তির সাথে সরকারের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, যা সরকারের সমর্থনের ভিত্তিকে দুর্বল করছে। এর আগে আমরা দেখেছি, দেশের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সংস্কারের যে আকাঙ্খা তৈরি হয়েছে সেই লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, সংবিধান সংস্কার কমিশন, পুলিশ সংস্কার কমিশন, বিচারবিভাগ সংস্কার কমিশন সহ ১০টি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। কমিশন গঠনের ক্ষেত্রেও কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। কিছু কিছু কমিশন কাজ শুরু করেছে। তারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশের জনগণকে মতামত দেওয়ার আহবান করেছে। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষ এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। একরকম দায়সারাভাবে কমিশনগুলো মতামত নেওয়ার কাজ শুরু করেছে। সত্যিকারভাবে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় জড়িত করছে না। কমিশনগুলোর কাজের অগ্রগতিও খুব ধীরগতির।

অন্যদিকে নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আসার আগেই ফ্যাসিস্ট আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে করা নির্বাচন কমিশন আইন অনুসারে অন্তর্বর্তী সরকার নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি করেছে। ফলে সংস্কার সম্পর্কে অন্তর্বর্তী সরকারের মনোভাব নিয়েও প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। এরই মধ্যে এই সংস্কার, বিশেষত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সংবিধান সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন রকম বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। সুপরিকল্পিত বিতর্কের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে বিভক্তির বীজ রোপণ করা হচ্ছে। বাহাত্তরের সংবিধানকে এক কথায় 'মুজিববাদী সংবিধান' অভিহিত করে পুরো সংবিধানকেই খারিজ করে দিচ্ছেন কেউ কেউ। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর উৎসাহ ও মদদ যেমন আছে, তেমনি একটা অংশ বিভ্রান্তিতে পড়েও এর পক্ষে সায় দিচ্ছেন। তারা মনে করছেন, এই সংবিধানই ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার ভিত্তি। ফলে একে উপড়ে ফেলতে হবে। কিংবা এই সংবিধান বাতিল করলেই ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ হবে।

এ কথা সত্য যে বর্তমান সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর হাতে যেভাবে সর্বময় একক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে তা-সহ অন্যান্য অগণতান্ত্রিক ধারার সংস্কার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না সংবিধানকে যত আদর্শস্থানীয়ই করা হোক না কেন, যত ভালো ভালো কথাই এতে লিপিবদ্ধ করা হোকনা কেন— তার দ্বারা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ হয় না। কারণ ফ্যাসিবাদের ভিত্তি সংবিধান নয়, দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এর ভিত্তি। যে কোনও সমাজব্যবস্থায় একটা দেশের সংবিধান সেই সমাজের ভিত্তিটা টিকিয়ে রাখতেই সহযোগিতা করে। পুঁজিবাদী দেশের সংবিধান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে ফ্যাসিবাদের সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভব নয়। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা, গণতান্ত্রিক শক্তির সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের বিস্তার রোধ করা সম্ভব। এটাই বর্তমান মুহূর্তের করণীয়। না হলে অনুকূল জমিন পেলে ফ্যাসিবাদ আবার আগের চেহারায় ফিরে আসতে পারে।

বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র কেন্দ্রীয় মুখপত্র
'সাম্যবাদ' পত্রিকার
নভেম্বর ২০২৪ সংখ্যা থেকে নেওয়া

অনুপ্রবেশকারী পেল না বিজেপি

তিনের পাতার পর

যৌথভাবে করা এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে, সাহেবগঞ্জ এবং পাকুড় জেলায় বসবাসকারী এই বাংলাভাষী মুসলিমরা আদতে ভারতীয়, কোনও ভাবেই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী নয়। এদের একটা বড় অংশ হল শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা কয়েক শতাব্দী ধরে এইসব অঞ্চলে বাস করছেন। এ ছাড়া ওখানে রয়েছেন পসমন্দা এবং অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন, যাঁরা কাছাকাছি অন্যান্য জেলা অথবা রাজ্য থেকে এখানে এসে বাস করছেন। ঐতিহাসিকভাবেও বর্তমান সাঁওতাল পরগণার একটি বড় অংশ মধ্যযুগে বাংলার শাসকদের অধীনে ছিল। যাই হোক বর্তমানে এই হইচইয়ের ফলে ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্য সরকারই এই মানুষগুলির দুর্দশার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা শুরু করেছে। বিধানসভা নির্বাচন মিটলে ঝাড়খণ্ড সরকার এ ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা চালাবে বলে মালদা জেলা প্রশাসন জানিয়েছে। অন্যদিকে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক অ্যাকশন কমিটিকে যৌথভাবে জানিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বিষয়টি খতিয়ে দেখতে একটা সমীক্ষা শুরু করবে যার জন্য অর্থের বরাদ্দ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখছেন এইসব অঞ্চলের হতভাগ্য মানুষগুলি। বিজেপির অন্ধ মুসলিম বিরোধিতাই তাঁদের এতদিনের সমস্যার সমাধান হওয়ার এক নতুন সম্ভাবনা হাজির করেছে। অনিষ্ট করতে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁদের মঙ্গলের রাস্তা খুলে দিলেন!

মূর্তির চোখ খুলে কি বিচারের অন্ধত্ব ঘুচবে?

তিনের পাতার পর

অভিযোগ যখন ওঠে এবং সেই তদন্তের হাল যদি এই হয়, বিচারব্যবস্থা কি খোলা চোখে তা দেখতে পারল? দেখা যাচ্ছে, এ ক্ষেত্রে বিচারের চোখটা কিন্তু বুজেই থাকছে!

গুজরাটে সন্তানসম্ভবা বিলকিস বানো ধর্ষণ ও হত্যা মামলার কথা ধরা যাক। তাঁর এক শিশুসন্তান সহ পরিবারের ৮ সদস্যকে হত্যা এবং তাঁকে দলবদ্ধ ভাবে পৈশাচিক ধর্ষণের ঘটনায় অপরাধীরা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২০২১-এ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও গুজরাট হাইকোর্ট ২০২২ সালে ১১ জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়। অপরাধীদের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা ছাড়া পেয়ে যায় কী করে? তাদের মুক্তির পর বিজেপি নেতাদের বিজয় মিছিল করতে দেখে বোঝা যায়, কাদের অঙ্গুলিহেলনে এই রায়। এখানে হাইকোর্টের ন্যায়মূর্তি কি বিশেষ দিকেই তাকিয়ে থাকেনি!

যে কোনও রাষ্ট্রের অন্যতম একটি স্তম্ভ হল বিচারব্যবস্থা। রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন শাসক শ্রেণির সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ। ফলে রাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গ বিচারবিভাগও তার বাইরে যেতে পারে না। আইন তৈরি হয় রাষ্ট্রের চরিত্র অনুযায়ী। রাষ্ট্রের মালিকানা যে শ্রেণির হাতে থাকে আইনের বিধিও তাকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই মূলত রচিত হয়। তবে শাসক-শাসিতের যে অনিরসনীয় দ্বন্দ্ব ক্রমাগত সমাজে চলে, তার ফলে যাতে রাষ্ট্রটা ভেঙে না পড়ে তার জন্য শোষিত শ্রেণিকে কিছুটা স্বস্তি দিতেও কিছু আইন সংবিধানে স্থান পায়। এটাকেই ফলাও করে আইনের নিরপেক্ষতা বলে প্রচার করে শাসকরা।

কিন্তু বারেবারেই দেখা গেছে, শাসকের মুষ্টির ফাঁসে ন্যায়বিচার অবরুদ্ধ। সেজন্য ন্যায়মূর্তির চোখ বন্ধ রেখে নিরপেক্ষতার কথা বলা হোক বা চোখ খুলে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখার কথা বলা হোক, জীবনের দুঃসহ অভিজ্ঞতায় সাধারণ মানুষ দেখছেন, কার্যক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময় ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত, আদালত শোনে এবং দেখে মূলত ক্ষমতাশালীর কথাই। এ কথা আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন সচেতন মানুষ। ফলে প্রধান বিচারপতির নতুন পদক্ষেপে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে— শাসিতকে, সমাজের প্রান্তিক মানুষকে বিচারব্যবস্থা ন্যায়বিচার দিতে পারবে না জেনেই কি ন্যায়মূর্তির এই ভোল বদলানোর চমক?

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 16 Bengali Weekly November 29, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

সরকারি হাসপাতালে চার্জবৃদ্ধির প্রতিবাদ বাঙ্গালোরে

কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে বিএমআরসিআই সহ সমস্ত গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে বেড চার্জ, প্যাথলজিক্যাল ও অন্যান্য পরীক্ষার চার্জ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্ণাটক রাজ্য সরকার। বিষয়টিকে লঘু করে দেখাতে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই বৃদ্ধি সামান্য এবং এর ফলে চিকিৎসার গ্যারান্টির হেরফের হবে না।

সরকারের এই মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (সি)-র বাঙ্গালোর জেলা কমিটি ২৪ নভেম্বর সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, এই বর্ধিত চার্জ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। সমস্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক দেশের ন্যূনতম শর্ত। দলের জেলা কমিটি সরকারি পরিকাঠামোয় বিনামূল্যে সকলের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার দাবি তুলেছে।

চিটফান্ডে প্রতারণা চলছেই, ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনের ডাক

চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী ২৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকারকে বারবার সতর্ক করেছি যে, চিটফান্ড কোম্পানিগুলো নতুন কায়দায় রাজ্যের মানুষকে প্রতারিত করে চলেছে। ২০১৩ সালে হঠাৎই সারদা গ্রুপ কোম্পানি ঝাঁপ বন্ধ করার সাথে সাথে এই রাজ্যে আনুমানিক ১৫৪টি চিটফান্ড কোম্পানি এক মাসের মধ্যে ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। এই রাজ্যে আনুমানিক ৫ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন।

দেশের চিটফান্ড কোম্পানিগুলোর ৭০ শতাংশ এই রাজ্যে কাজ করছিল। তারা রাজ্য থেকে আনুমানিক ৪ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে। কিছুদিন এই চিটফান্ড কোম্পানিগুলো বন্ধ থাকার পর ২০১৪ সাল থেকে আবারও নানা নামে প্রকল্প খুলে লোভনীয় ফাঁদ পেতে তারা হাজার হাজার মানুষকে নতুন করে নিঃস্ব করেছে।

ইদানিং মাইক্রো ফিনান্স নাম নিয়ে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লোভনীয় অফারের লোভ দেখিয়ে দৈনিক অর্থ সংগ্রহ করছে তারা। এ ভাবে তারা বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মানুষকে প্রতারিত করে চলেছে। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার গোপালনগর থানার আকাইপুরে একটি মাইক্রো ফিনান্স কোম্পানি হাজার হাজার মানুষকে প্রতারিত করে, রাতের অন্ধকারে অফিস বন্ধ করে পালিয়েছে। রাজ্য সরকার এবং তাদের নিযুক্ত ইকোনমিক অফেনস উইং পুরোপুরি নীরব দর্শক। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

সংগঠন দাবি করেছে, অবিলম্বে এই সব অবৈধ সংস্থাগুলোর পরিচালন কমিটির সকলকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই সংস্থাগুলোকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সংগঠনের অভিযোগ, উত্তর ২৪ পরগণা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ অভিযোগ করা সত্ত্বেও তারা আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। রাজ্যের মানুষের কাছে সংগঠন আহ্বান জানিয়েছে, এই প্রতারণার চেষ্টার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন। তাঁরা দাবি জানিয়েছেন, প্রতারিত মানুষদের ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

ত্রিপুরায় এসইউসিআই (সি)-র বিক্ষোভ

ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি কর্পোরেশন বিদ্যুতের মাশুল বাড়িয়েছে এবং জনস্বার্থ বিরোধী প্রিপেড স্মার্ট মিটার বসাচ্ছে। এমনিতেই আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, রোজগারহীনতা সহ বহুমুখী সমস্যায় সাধারণ জনগণকে বিপর্যস্ত। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের এই ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা করে এসইউসিআই(সি) আগরতলার বটতলায় ২২ নভেম্বর এক বিক্ষোভ সভার ডাক দেয়।

দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য শিবানী ভৌমিক ও সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, রোজগারহীনতা, মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষ যখন দিশেহারা তখন বিদ্যুৎ ও পাইপ লাইন বাহিত গ্যাসের দামবৃদ্ধিতে দারিদ্রপীড়িত জনসাধারণের উপর বাড়তি বোঝা চাপল। সিএনজি গ্যাসের দাম বাড়ায় পরিবহণের ভাড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। পাঁউরুটি বিস্কুটের মতো বেকারিতে উৎপাদিত দ্রব্যেরও দামও বেড়েছে। রাজ্য সরকার মূল্যবৃদ্ধি রোধে কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করছে না। এই দাবিগুলি নিয়ে ‘গণকমিটি’ গঠন করে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। সভা থেকে এক প্রতিনিধি দল টিএনজিসিএল-এর সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে পাইপলাইন গ্যাসের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার সহ তিন দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেয়।

মধ্যপ্রদেশে ৯৪ হাজার স্কুল বন্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এআইডিএসও

এবিভিপি-র হামলা

গুনা শহরে বিক্ষোভ মিছিল। ২০ নভেম্বর

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ৯৪ হাজার স্কুল বন্ধ করার ঘোষণা করেছে। এর বিরুদ্ধে এবং ছাত্রীদের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন-ধর্ষণ ও শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে সে রাজ্যে লাগাতার আন্দোলন করে চলেছে এআইডিএসও। এই আন্দোলনে ভীত হয়ে বারবার বিজেপির ছাত্র সংগঠন এবিভিপি হামলা চালিয়েছে এআইডিএসও কর্মীদের ওপর।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্মেলন উপলক্ষে অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশেও এআইডিএসও-র ব্যাপক প্রচারাভিযান চলছে। ১৭ নভেম্বর এআইডিএসও কর্মীরা গুনা রেলস্টেশনে পোস্টার লাগানোর সময় আচমকাই এবিভিপির দুষ্কৃতীরা তাদের উপর চড়াও হয়, মারধর করে। এআইডিএসও কর্মীরা এরপর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে সেখানে উপস্থিত এবিভিপি ও বিজেপি নেতাদের চাপে সরকারের দলদাস পুলিশ আক্রান্ত ছাত্রদেরই গ্রেপ্তার করে ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা এফআইআর দায়ের করে এবং ৮ জন এআইডিএসও কর্মীকে পরের দিন জেলে পাঠায়। পুলিশ এআইডিএসও পরিচালিত ছাত্রদের হোস্টেলে তালা ভেঙে তল্লাশি চালায়। বিজেপি নেতাদের সাক্ষী সাজিয়ে পুলিশ নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যাওয়া কিছু হাতিয়ারকে ছাত্রদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলায় পেশ করে। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত উক্ত ছাত্রকর্মীরা জেল হেফাজতেই আছেন। গুনা শহরের বহু বিশিষ্ট মানুষ জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে এর প্রতিবাদ জানিয়ে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও ছাত্রদের মুক্তির দাবি জানান।

এই দাবিতে ২০ নভেম্বর গুনা শহরের হনুমান চৌরাহাতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ছাত্র-অভিভাবক সহ বহু পেশার মানুষ। বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নরেন্দ্র সিং ভদোরিয়া, এআইডিএসও-র রাজ্য সভাপতি অজিত সিংহ পাওয়ার গোটা রাজ্যে বিজেপি তথা এবিভিপি-র গুন্ডারাজ কায়েমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ভগৎ সিং ইয়দগার মঞ্চের সংযোজক রাকেশ মিশ্র, সামাজিক আন্দোলনের নেতা ডাঃ পুষ্পরাগ শর্মা, লোকেশ শর্মা সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক বিক্ষোভে উপস্থিত হয়ে ধৃতদের মুক্তির দাবি জানান। তাঁরা এই আক্রমণ ও মিথ্যা মামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, শাসক দলের তাঁবেদার এবিভিপি যতই আক্রমণ করুক, সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবং মানবতা রক্ষা করার প্রয়োজনে ছাত্র আন্দোলনের পাশে আমরা থাকব।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com